দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUL 1995... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮...

44

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ। দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত চারুকলা প্রাঙ্গণ। প্রতিবছরের মতো এ বছরও আয়োজন করা হয়েছে বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, নাটক ও সেমিনার। দর্শকরা ব্যস্ত শিল্পকর্ম নিয়ে। কোন কোন শিল্পী পাশে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোন্টা তৈলচিত্র কোন্টা গ্রাফিক্স ইত্যাদি।

শিল্পীর কাজ হচ্ছে সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধান। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পীর হাতে ঘটে শিল্পের পরিস্ফুটন। এ

উৎপল ভট্টাচার্য্য

জন্য শিল্পকর্মে ফুটে ওঠে বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি।

চারুকলা বিভাগ পাড়ি দিয়েছে সুদীর্ঘ ২৫ বছর। ২৫ বছর পূর্তিতে বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নিজেদের তৈরি বিভিন্ন লোকজ উপাদান কুলা, কলসী ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে বিভাগকে। বেশ কিছু জল রং, ছাপচিত্র, স্কেচ, তেল রং, প্যাস্টেল ও ভাস্কর্যের সমন্বয়ে আয়োজন করা হয়েছে একটি প্রদর্শনীর। বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ১৯২টি এবং শিক্ষকবৃন্দের ১০টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। চারুকলা শিক্ষক মোঃ আনসার আলী জানালেন, বিভিন্ন মাধ্যমে কাজের ধারায় ভিন্নতা আছে। যেমন স্কেচে বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রতিফলন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। ভাস্কর্যে সমকালীন শিল্প ধারার সাথে অর্জিত শিক্ষার সমন্বয় দেখাতে হয়। চিত্রকলায় বিষয়ের সাথে সঠিক পরিবেশ, নিখুঁতভাবে উপস্থাপন, কম্পোজিশন এবং ট্রিটমেন্টে অভিনবত্ব আনতে হয়। সর্বোপরি সব কাজে নিজস্ব চেতনায় পরিস্ফুটন থাকতে হয়। গ্রাফিকস বা ছাপচিত্রে কাঠের টেক্সচারকে যথার্থভাবে শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর সাথে অঙ্গীভূত করা গেলেই সেগুলো হবে নিখুঁত শিল্পকর্ম।

চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন শাহীন আক্তার লিপি। তাঁর বিষয় ছিল আর্ট স্টুডিও। একজন শিল্পীর কাজ করার পরিবেশকে তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। কাদামাটির তৈরি সামিনা করিমের ভাস্কর্য পুরস্কৃত হয়েছে। গ্রাফিকসে লায়লা শারমিন, স্কেচে মুজিবর রহমান পুরস্কার পেয়েছেন। ভাস্কর্যে অন্য পুরস্কারটি পেয়েছেন ফেরদৌস আরা লাভলী। অন্যান্য শিল্পকর্মের মান খুবই উন্নত। বিশেষ করে সঞ্জীব মণ্ডলের "শেষ পরিণতি", সাবরিনা ওয়াহিদার "সমৃদ্ধ প্রকৃতি", প্রদীপ চক্রবর্তীর "সময়ের ফাঁকি", ফারিয়া কোরাইশীর "ভালোবাসা" শীর্ষক শিল্পকর্মগুলো প্রশংসার দাবিদার।

চিত্রকলার সকল মাধ্যমে অর্থাৎ রঙের ব্যবহার, আঙ্গিকগত বিন্যাস, শিল্প শৈলীর সঠিক উপস্থাপনার জন্য তসাদ্দুক হোসেন দুলুর "প্রতিদিনের পরিবেশ" প্যাস্টেলটি সর্বশ্রেষ্ঠ "শিল্পী রশিদ চৌধুরী" পুরস্কার পেয়েছেন।

মরহুম শিল্পী রশিদ চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল আজকের চারুকলা বিভাগ। তাঁকে স্মরণীয় করার জন্যই এই পুরস্কার চালু করা হয়েছে। আবার একই সাথে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল শিল্পকর্মকে।

চারুকলারই অন্য একটি মাধ্যম নাট্যকলা বিভাগের প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে অধ্যাপক জিয়া হায়দার রচিত নাটক 'উন্মাদ-সাক্ষাতকার'। নাটকটির ৮টি শো করা হয়েছে বিভাগীয় থিয়েটার স্টুডিওতে। অভিনয়, আলো নিয়ন্ত্রণ, মঞ্চসজ্জা—সবকিছুতেই ছিল সৃজনের স্বাক্ষর। বিশেষ করে মুকুল, কামাল, টিপু, শান্তা, ফারহানা, মুনমুনের অভিনয় ছিল প্রাণবন্ত। সব কস্টিউমে প্রথম হন মাহতহা খাতুন। সবকিছু মিলিয়ে নাটকটি বেশ প্রশংসা লাভ করে। ছোট মঞ্চ এবং স্থান সঙ্কুলানের অভাবে অনেকেই দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছেন এই নাটক।

ক্ষুদ্র পরিসর এবং শত বাধার পাহাড় পেরিয়ে চারুকলা বিভাগের এই আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্জীব-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বয়ে আনে ভিন্ন মাত্রা। মানের দিক দিয়ে উন্নত এই বিভাগটি প্রতিবছর জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন শিল্পীর। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, নাট্যকলা—প্রতিটি বিভাগেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা রাখছে স্বীয় অবদান। শিল্পীসত্তার উন্মেষ ঘটাতে এই চারুকলা প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।